সংবাদ

তারিখ 12 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

চাকরির দাবিতে

ছাত্রলীগ কর্মীদের ইবি ভিসির বাসভবন অবরোধ

• নিরাপত্তাকর্মীদের মারধর

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরির দাবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারকে নিজ বাসভবনে প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধ করে রেখেছিল ছাত্রলীগ ও বহিরাগত চাকরি প্রত্যাশীরা। গত বুধবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগের একজন নেতা ভিসির বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা দুই আনসারকর্মীকে মারধর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও বহিরাগত চাকরি প্রত্যাশী ১৫-২০ জন ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের বাসভবনে এসে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মীদের গেট খুলে দিতে বলে। এ সময় ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মী ও বহিরাগতরা ভবনের প্রধান গেটকে লাথি মারতে থাকে এবং অকথ্য ভাষায় ভিসিকে গালিগালাজ করতে থাকে। এ সময় পিকুল এবং চান্দু মিয়া নামে দুই আনসারকর্মীকে মারধর করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক আবুজর গিফারী

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

ছাত্রলীগ : কর্মীদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

গাফফার। আহত নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের মারধরের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। পরে তারা বাসভবনের ভিতরে ঢুকে ভিসির সঙ্গে বৈঠক করে। প্রায় ২ ঘণ্টা বৈঠক শেষে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের আশ্বাস পেয়ে রাত পৌনে ১টার দিকে তারা বাসভবন ত্যাগ করে। এ সময় বাসভবনের বাইরে পুলিশ মোতায়েন ছিল। বৈঠক শেষে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার সাংবাদিকদের বলেন, তারা আমার কাছে তাদের কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এসেছিল। শুধু সে বিষয়েই কথা হয়েছে। চাকরির ব্যাপারে তিনি বলেন, তারা এটা চাইতেই পারে। আমি তাদের বলেছি, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব।'

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে থাকা কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা চাকরি দেয়ার নামে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে বলে একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। ছাত্রদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগের চাপে নিয়ম ভঙ্গ করে চাকরি দেয়ার জন্য হল বন্ধ করে দেয়ারও পাঁয়তারা অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে রাত সাড়ে ৮টার গাড়িগুলো ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এতে বাধা দেয়। ফলে শিক্ষার্থী বহনকারী বাসগুলো ক্যাম্পাস ছেড়ে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ যেতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শামীম খান বলেন, 'দলের কিছু সমস্যা নিয়ে ভিসি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।' তবে চাকরির বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, বুধবার রাতের ঘটনায় আমরা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সঙ্গে বসব। তারা কেন এ ধরনের আচরণ করল সে বিষয় জানতে চাওয়া হবে।'

ইবি থানার ওসি গাজী রুহুল ইমাম বলেন, ভিসিকে অবরুদ্ধ করার ঘটনা শুনে আমি ভিসির বাংলোতে আছি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।